সংবাদ

তারিখ ... OCT 21 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

প্রতিক্রিয়া

আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ নিয়ে জটিলতা

পরিকল্পিতভাবে ১৮টি সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষকদের ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে

মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান

সরকারি কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থগত দ্বন্দ্ব বর্তমানে তীব্র আকার ধারণ করেছে। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে মূলত দু'ভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। পিএসসির মাধ্যমে সরাসরি এবং বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ করে আত্তীকরণের মাধ্যমে। পিএসসির মাধ্যমে আবার জেনারেল বিসিএস ১০০ নম্বরের বিশেষ বিসিএস এবং ১০% কোটায় শুধু মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে ক্যাডারে নিয়োগ লাভ করছেন। এদের মধ্যে কাজে নিয়োগ লাভের পদ্ধতি নিয়ে পরস্পরের মধ্যে মর্যাদাগত দ্বন্দ্ব রয়েছে। জেনারেল বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্তদের চেয়ে আবার বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্তরা ১০% কোটায় মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্তদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকতর যোগ্য মনে করছেন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে মামলা পর্যন্ত হয়েছে। বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) সমিতির নেতৃবৃন্দ কম্পোজিশন এন্ড ক্যাডার রুলস-১৯৮০ এর ৬(২) ধারার ১০ নিয়োগ ও আত্তীকৃত শিক্ষকদের এক্স-ক্যাডার ঘোষণার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে ২৪১৬নং রিট মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় ১০% নিয়োগ বন্ধ কিং আত্তীকৃত শিক্ষকদের এক্স-ক্যাডার করা কোনটিই সম্ভব হয়নি কিন্তু শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতির প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল সম্প্রতি আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ নিয়ে পিএসসির মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও আত্তীকৃত শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ ও জটিলতা বিরাজ করছে। বিসিএস সমিতি আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ সংশোধনের বিরোধিতা করছেন এবং ক্লাসবর্জনসহ নানা কর্মসূচি দিয়ে আসছেন।

অপরদিকে ১৮টি সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষকবৃন্দ তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের জন্য সরকারের কাছে ২০০০ বিধি সংশোধনের দাবি জানিয়ে আসছেন। শিক্ষা ক্যাডার এবং সরাসরি আত্তীকৃত উভয় গ্রুপের এক ক্যাডার এক সমিতির সংগঠন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ তাদের দাবির প্রতি সমর্থন দিয়ে সরকারকে মেনে নেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন সরকার নানাদিক পর্যালোচনা করে ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং কাজে বিরাজমান সমস্যা নিরসনে ২০০০ বিধি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিসিএস সমিতির নেতৃবৃন্দ যাদের জ্যেষ্ঠতা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কায় ২০০০ বিধি সংশোধনের বিরোধিতা করছেন তাদের চাকরিতে প্রবেশের বহু আগেই ১৮ কলেজের শিক্ষকবৃন্দ সরকারি চাকরিতে এসেছেন। ২০০০ বিধির ৯৫ সংরক্ষণ ধারায় ২২৫টি জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকদের সব সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ করা হলেও ১৮ কলেজের শিক্ষকদের বঞ্চিত করা হয়েছে। সমিতির নেতৃবৃন্দ তৎকালীন সরকারকে এ বিষয়ে চাপ প্রয়োগে ১৮ কলেজের বঞ্চিত শিক্ষকদের না করলে আজ এ সমস্যার উদ্ভব হতো না। সমিতির নেতৃবৃন্দের দায়ের করা মামলায় দীর্ঘদিন পদোন্নতি বন্ধ থাকায় শিক্ষাক্ষেত্রে স্থবিরতা দেখা দেয়। ফলে তৎকালীন সরকার উভয় গ্রুপের নেতৃবৃন্দকে সমঝোতায় আসা পরামর্শ দেন। সমিতির সভানেত্রী প্রফেসর জাহানারা বেগম ও আত্তীকৃত শিক্ষকদের সংগঠন সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সভাপতি প্রফেসর আলী আকবর খান ডলার ১৮ কলেজের নেতৃবৃন্দকে না জানিয়ে ২৭/০৩/২০০০ইং তারিখে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। প্রফেসর আলী আকবর খান ডলার আত্তীকৃত শিক্ষকদের একাংশের স্বার্থ রক্ষা করে জাতীয়করণ হওয়া ১৮ কলেজ এবং ১৯৯২ সালে জাতীয়করণ করা ১১ কলেজের শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার উপেক্ষা করে কোন আলোচনা ছাড়াই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার সূত্রপাত এখান থেকেই।

জেলা সদরের ১৮টি মহিলা কলেজ ৮/১১/৯৬ইং তারিখের ঘোষণার আলোকে ১৯৯৭ সালে বিদ্যমান আত্তীকরণ বিধিমালা-১৯৮১ অনুযায়ী যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে 'এডহক' নিয়োগের অপেক্ষায় ছিল। আবার ১৯৯২ সালে জাতীয়করণকৃত ৮১ বিধিমালা অনুযায়ী এডহক নিয়োগ প্রাপ্ত ১১টি সরকারি কলেজের শিক্ষকবৃন্দের চাকরি নিয়মিতকরণে প্রক্রিয়াধীন ছিল। এ উভয় গ্রুপের শিক্ষকদের পরিকল্পিত ২০০০ বিধির আওতায় এনে জ্যেষ্ঠতাসহ নানাদিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। ২০০০ বিধি ২৭ নভেম্বর, ২০০০ সালে জারি করা হয়। এ বিধি জারির তিন বছর আগে ১৮টি মহিলা কলেজ সরকারি হয় এবং আট বছর আগে ১১টি কলেজ সরকারি হলেও ১৯৭৮ সাল থেকে সরকারি হওয়া অন্যান্য ২২৫টি সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মতো তাদের ২০০০ বিধির ৯(২) ধারায় সংরক্ষণ করা হয়নি। জেনারেল ক্লজেস এক্ট ১৮৯৭ এর সেকশন ৫ অনুযায়ী বিধি জারির তারিখ থেকে তা কার্যকর হওয়ার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে তা না করে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ সাল থেকে কার্যকর করে অথচ ১৮টি সরকারি কলেজ ও ১১টি সরকারি কলেজের শিক্ষকদের ২০০০ বিধির আওতায় এনে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতি পরীক্ষার বিধিমালা জারির তারিখ থেকে কার্যকর না করায় সৃষ্ট জটিলতা থেকে সংশ্লিষ্টদের প্রমার্জন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ১৮ ও ১১ কলেজের শিক্ষক ন্যায়সঙ্গত বিষয় সাংবিধানিকভাবে পাওয়ার অধিকার রাখে। বিসিএস সমিতির দায়ের করা মামলার অজুহাতে সরকার সেসব ১৮টি সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষকদের 'এডহক' নিয়োগ না দিয়ে মতামতের নামে নথি চালাচালি করে। কোন আইনগত জটিলতা না থাকা সত্ত্বেও টালবাহানা করে কালক্ষেপণ করে। অথচ একই সময়ে ১৬/৯/৯৮ইং তারিখে জনৈক উদ্ভিদ বিদ্যার প্রভাষক ভূঞা আবদুল হক আজাদকে কলেজ জাতীয়করণের তারিখ থেকে ৮১ বিধি অনুযায়ী এডহক নিয়োগ দেয়া হয়। জেলা সদরের ১৮টি মহিলা কলেজ জাতীয়করণ বাস্তবায়ন কমিটির নেতৃবৃন্দ সে সময়ে সব মহলে আবেদন নিবেদন করেও কোন প্রতিকার পাননি। চুক্তিতে যেসব ধারা উপ-ধারা ছিল না এমনকি খসড়া বিধি-২০০০ এ যেসব ধারা উপ-ধারা ছিল না যেমন ২/চ(আ), ৩(১), (২), ৬(৪), (৫), ৭(১), (২) ও ৯(৩) অত্যন্ত কৌশলে অনিয়ম করে পরবর্তীতে সংযোজন করা হয়েছে। এভাবে অনিয়ম করে ধারাগুলো সংযোজন করায় ১৮ কলেজের শিক্ষকবৃন্দ চাকরি জীবনে কেউ পদোন্নতি পাবেন না। ২০০০ বিধির ৭(১) অনুযায়ী তাদের জ্যেষ্ঠতার অবস্থান নির্ধারিত হবে নিয়মিতকরণের আদেশ প্রদানে তারিখে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত সর্বশেষ কর্মকর্তার নিচে। অথচ আত্তীকরণ বিধি-৮১, ৯৮, চুক্তি, খসড়া বিধি-২০০০ এ কোথাও এ সব ধারা উপ-ধারা ছিল না। অনুরূপভাবে ৯(৩) ধারা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সংযোজন করে ৯২ সালে সরকারি হওয়া ১১ কলেজের ১৫/২০ বছর চাকরি হওয়া বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতা শূন্য পর্যায়ে আনা হয়েছে এবং অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতিতে নিয়মিতকরণ হতে না পেরে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। অথচ তারা ৮১ বিধি অনুযায়ী সবাই যোগ্য ছিলেন এবং জ্যেষ্ঠতা ক্ষুণ্ন হতো না। সূত্র জানায়, বিসিএস সমিতির জনৈক যুগ্ম মহাসচিবের স্বামী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর এপিএস থাকা অবস্থায় অন্যায়ভাবে সব পক্ষের মতামতকে উপেক্ষা করে এ সব ধারা-উপ-ধারাগুলো সংযোজন করেছেন। সমিতির নেতৃবৃন্দ চুক্তির কথা বলেন অথচ চুক্তি অনুযায়ী ২০০০ বিধি জারিকরণ হয়নি। খসড়া আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বিধি শাখার ২৬/০৬/২০০৫ইং তারিখের মতামতে 'খ' অনুচ্ছেদে ১৮ কলেজের 'এডহক' নিয়োগের অপেক্ষাধীন শিক্ষক ও ১১ কলেজের যাদের চাকরি নিয়মিতকরণ হয়নি তাদের অন্যান্য সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মতো ২০০০ বিধির আওতামুক্ত রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আইন মন্ত্রণালয়ও ভবিষ্যতে মামলার আশঙ্কায় অনুরূপ মতামত দিয়েছিলেন। অথচ তাদের কোন মতামতই বিবেচনায় আনা হয়নি। কলেজ জাতীয়করণের ফলে আত্তীকৃত শিক্ষকদের লাভ যা হয়েছে, দুর্ভোগ ও বিড়ম্বনা হয়েছে তার চেয়ে বেশি। বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকরা সন্তানতুল্য ছাত্রদের দ্বারা জ্যেষ্ঠতা হারিয়ে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হয়ে দিনাতিপাত করছেন। তবে কলেজ জাতীয়করণের ফলে লাভবান হয়েছেন সরাসরি পিএসসি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা। তাদের নিয়োগ ও পদোন্নতির সুযোগ বেড়েছে এবং পদায়নের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। জাতীয়করণকৃত শিক্ষকরা চাকরিতে আত্তীকরণ হয়েছেন তাদেরই জন্য সৃষ্ট পদে, অপর কারও পদ দখল করে নয়। দেশের বর্তমান ২৫১টি সরকারি কলেজের মধ্যে ২৪৩টি জাতীয়করণকৃত। শিক্ষা ক্যাডারে প্রভাষক পদে সিডিউলভুক্ত পদ ৬০৭৮টি অথচ সমিতির প্রচারিত ১২ হাজার শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার তথ্য সঠিক নয়। কেননা প্রভাষকের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা প্রভাষকের সঙ্গে কোন অধ্যাপকের জেলা সদরের ১৮টি মহিলা কলেজ জাতীয়করণ বাস্তবায়ন কমিটির সাবেক আহ্বায়ক মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান বলে ২০০০ বিধি দেখে আমরা কলেজগুলো সরকারের কাছে হস্তান্তর করিনি। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে ৮১ বিধি অনুযায়ী আমাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। ২০০০ বিধি ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদের জন্য প্রয়োগ করা হোক। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এসোসিয়েশনে সভাপতি মুহম্মদ মতিউর রহমান গাজ্জালী বলেন, ১৮টি ও ১১ কলেজের শিক্ষকদের পরিকল্পিতভাবে ২০০০ বিধির আওতায় আনয়ন করা হয়েছে। ২০০০ বিধি সংশোধন করে তাদের ৮১ বিধি অনুযায়ী ন্যায্য অধিকার দেয়া হলে ক্যাডারের জটিলতা স্থায়ীভাবে নিরসন হবে সরকার কোন আইন বা বিধি প্রণয়নের পর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হলে তা সংশোধনের উদ্যোগ নিতে পারে। আত্তীকরণ বিধিমালা ৮১ ও ২০০০ পূর্বে সংশোধন করা হয়েছে কাজেই আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ সংশোধন করে ১৮টি মহিলা কলেজ ও ১১ কলেজের শিক্ষকদের প্রতিকার দেয়া হলে সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে দীর্ঘদিনের অসন্তোষ দূরীভূত হবে এবং শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করবে। ১৮টি সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিতকরণের নথিগুলো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে আটকে রাখছে ইতোমধ্যে ৫টি বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ হওয়ায় ও নিয়মিতকরণের জন্য ২০০০ বিধির ৭(১) ধারা অনুযায়ী ১৮ কলেজের শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতার অবস্থান সদ্য নিয়োগ প্রাপ্তদেরও নিচে নির্ধারিত হবে।